IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882
INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)
An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

গ্রামীণ উন্নয়নে পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানঃ পশ্চিম বর্ধমান জেলার বৈদ্যনাথপুর ও উখরা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাকেন্দ্রিক একটি ক্ষেত্রসমীক্ষামূলক পর্যালোচনা

Subhasis Ghosh

State Aided College Teacher (Category-1)

Department of Political Science

Michael Madhusudan Memorial College, Durgapur

West Bengal, India

সারসংক্ষেপ

ভারতের মতো একটি বৃহৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে (কৃষি ও গ্রাম প্রধান) 'ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ'-এর ধারণাকে বাস্তবায়িত করে তোলার ক্ষেত্রে পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। মহাত্মা গান্ধীর 'গ্রাম স্বরাজ'-এর ধারণার মধ্যেই 'গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ'-এর নীতির প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। 1992 সালের 73তম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে এই বিকেন্দ্রীকরণের ধারণাটি একটি বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করে। এই সংশোধনীর ফলস্বরূপ, পঞ্চায়েত ব্যবস্থার পুনরুজ্জীবনের মাধ্যমে গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন নিয়ে আসে। সাম্প্রতিককালে, গ্রামীণ উন্নয়ন তথা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রাস্তাঘাট, পয়ঃপ্রণালী, নারী সশক্তিকরণ, জল সরবরাহ, গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রভৃতি ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি বিভিন্ন গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। তৎ সত্ত্বেও, নারী-পুরুষ বৈষম্য এবং শিক্ষা ও জনসচেতনতার অভাব প্রভৃতির পাশাপাশি গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির উপযোগী পরিকল্পনা ও জনসংযোগের অভাব গ্রামীণ উন্নয়নে একটি বড় বাধা স্বরূপ। সুতরাং, এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্যই হল গ্রামীণ উন্নয়নে পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা প্রসঙ্গে পশ্চিম বর্ধমান জেলার অন্তর্গত বৈদ্যনাথপুর ও উখরা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাকেন্দ্রিক একটি তুলনামূলক পর্যালোচনার মাধ্যমে অঞ্চল বিশেষে বিভিন্ন সুনির্দিষ্ট ঘাটতি বা সমস্যাসমূহের অনুসন্ধান ও তার ভিত্তিতে কিভাবে গ্রামীণ উন্নয়নকে আরও বেশি ত্বরান্বিত ও সাফল্যমন্ডিত করে তোলা যায়, সে বিষয়ে সুপারিশ করা।

সূচক শব্দঃ পঞ্চায়েতি রাজ, গ্রাম স্বরাজ, গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ, গ্রামীণ উন্নয়ন, নারী সশক্তিকরণ।

I. ভূমিকা

ভারতের মতো একটি দ্রুত উন্নয়নশীল বৃহৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উন্নয়নকে তৃণমূল স্তর পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে মূল চাবিকাঠি হল 'ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ'। বিশেষত, গ্রাম-প্রধান ভারতের ক্ষেত্রে এই নীতিকে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। ভারতের গ্রামীণ সমাজের স্বায়ত্তশাসনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন মহাত্মা গান্ধী। তার 'গ্রাম স্বরাজ' এর ধারণার মধ্যেই 'গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ' নীতিটির প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। 1992 সালের 73তম সংবিধান সংশোধনী আইন এই 'গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ'-এর নীতিকে একটি বাস্তব রূপ দান করে। কারণ, এই সংশোধনীর ফলস্বরূপ পঞ্চায়েত ব্যবস্থার এক নতুন কাঠামো গড়ে ওঠে, যা গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তথা গ্রামীণ উন্নয়নে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন নিয়ে আসে।

সাম্প্রতিককালে গ্রামীণ উন্নয়নে তথা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রাস্তাঘাট, পয়ঃপ্রণালী, নারী সশক্তিকরণ, জল সরবরাহ প্রভৃতি ক্ষেত্রে পঞ্চায়েতগুলি ইতিবাচক ভূমিকা বা পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছে। তা সত্ত্বেও বিভিন্ন সামাজিক মারণ-ব্যাধি, যেমন- নারী-পুরুষ বৈষম্য, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার এবং জনসচেতনতার অভাব প্রভৃতির পাশাপাশি গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির পরিকল্পনা ও জনসংযোগের অভাব গ্রামীণ উন্নয়নে একটি বড় বাধা স্বরূপ। পাশাপাশি 73তম সংবিধান সংশোধনী আইনের মাধ্যমে গ্রাম পঞ্চায়েতে মহিলাদের আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকলেও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহণ ও ভূমিকা আশানুরূপ নয়। মহিলাদের পাশাপাশি তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের সংরক্ষণ থাকলেও তাদেরও ভূমিকা ও উন্নয়নে পঞ্চায়েতের উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে বিবেচনার অবকাশ থেকেই যায়।

II. গবেষণার ঘাটতি

গ্রামীণ উন্নয়নে পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা প্রসঙ্গে বিভিন্ন গবেষণা হলেও অঞ্চল বিশেষে সমস্যার ভিন্নতার পরিপ্রেক্ষিতে পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানগুলির সাফল্যের ঘাটতি লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং, অঞ্চল বিশেষে এই সমস্ত সমস্যা গুলিকে চিহ্নিত করে সমাধান করা না গেলে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানরূপে গ্রাম পঞ্চায়েতের ভূমিকা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়বে।

III. গবেষণার উদ্দেশ্য

উপরোক্ত আলোচ্য বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলঃ

- সার্বিক গ্রামীণ উন্নয়নে গ্রাম পঞ্চায়েতের ভূমিকা পর্যালোচনা করা।
- বৈদ্যনাথপুর ও উখরা - উভয় গ্রাম পঞ্চায়েত একই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তাদের কার্যাবলীর প্রায়োগিক ফলাফলের ভিন্নতার কারণ অনুসন্ধান করা।

IV. গবেষণার প্রশ্ন

বৈদ্যনাথপুর ও উখরা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিষয়ে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এই গবেষণার মূল প্রশ্ন হলঃ

➢ গ্রামীণ এলাকার সার্বিক উন্নয়নে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির ভূমিকা কীরূপ?

➢ বৈদ্যনাথপুর ও উখরা গ্রাম পঞ্চায়েত উভয়ই একই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও কী কী কারণে তাদের কার্যাবলীর প্রায়োগিক ফলাফল ভিন্নরূপ?

V. গবেষণার পদ্ধতি

গ্রামীণ উন্নয়নে পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা এবং বৈদ্যনাথপুর ও উখরা গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনার ক্ষেত্রে গুণগত ও পরিমাণগত - উভয় গবেষণা পদ্ধতিই অনুসরণ করা হয়েছে। তবে, এক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে উভয় পঞ্চায়েতের কার্যালয় থেকে বিভিন্ন প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়াও, পঞ্চায়েতগুলির থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও তার ব্যবহারিক বাস্তবায়নের মধ্যে সামঞ্জস্য অনুসন্ধান ও পাশাপাশি বিভিন্ন স্থানীয় সমস্যার অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন এলাকার সাধারণ মানুষদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। উপরন্তু, গ্রামীণ উন্নয়নে পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে বিভিন্ন সাংবিধানিক বিধান ও তাত্ত্বিক আলোচনার জন্য গৌণ তথ্যসূত্র হিসাবে বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য বই ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়াও, বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

VI. গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ও গ্রামীণ উন্নয়ন

'গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ' বলতে বোঝায়, ক্ষমতা বা কর্তৃত্বের সর্বোচ্চ স্তর থেকে সর্বনিম্ন বা তৃণমূল স্তর পর্যন্ত ক্ষমতার গণতান্ত্রিক প্রবাহ বা ধারা, যার মাধ্যমে তৃণমূল স্তরে ক্ষমতার প্রয়োগের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক কাঠামোটি আরও সুদৃঢ় হয়ে ওঠে এবং সার্বিক উন্নয়ন সম্ভবপর হয়।

এই গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণেরই একটি ফসল বলা যেতে পারে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন। বস্তুতপক্ষে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণকে যদি রাজনৈতিক আদর্শ বলা যায়, তাহলে তাকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন।

ভারতবর্ষে স্থানীয় প্রশাসনের ধারণা বহু প্রাচীন কাল থেকে বিদ্যমান। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র'র দ্বিতীয় অধিকরণে 'গ্রাম সমবায়'-এর উল্লেখ পাওয়া যায়। বৈদিক সাহিত্যে গ্রামের প্রধান বা গ্রামণী, গ্রাম সভা বা সভা, গ্রাম সমিতি; মহাভারতের 'শান্তিপর্ব'-এ গ্রামসংঘ প্রভৃতি এবং তাদের বিভিন্ন কার্যাবলীর বর্ণনা পাওয়া যায়। এগুলির প্রতিটিই স্থানীয় প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান হলেও কোনটিই সম্পূর্ণ বিকেন্দ্রীভূত কিংবা গণতান্ত্রিক ছিল না (মুখার্জী, 2015)।

এই 'গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ' তথা 'স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন'-এর ধারণাটি একটি আধুনিক ও বিপ্লবাত্মক রূপ ধারণ করে 1992 সালের 73তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে। এই সংশোধনীর মাধ্যমে পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠান প্রথম স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান রূপে সাংবিধানিক স্বীকৃতি লাভ করে। এই আইনে 'গ্রামসভা' গঠনের কথা বলা হয়েছে (Fadia & Fadia, 2010)। পাশাপাশি এই আইনের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে 1994 সালের 'পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন'-এ 'গ্রাম সংসদ' ও 2003 সালের 'পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন'-এ 'গ্রাম উন্নয়ন সমিতি' গঠনের কথা বলা হয়েছে (চক্রবর্তী, 2021)। যার মাধ্যমে গ্রামের প্রতিটি ব্যক্তি নিজের নিজ নিজ মতামত জ্ঞাপনের ও নিজ পছন্দ অনুযায়ী কর্মপন্থা, জীবিকা ও সমস্যা সমাধানের সুযোগ খুঁজে পেতে পারে। এছাড়া পরিকল্পনাকে বিকেন্দ্রীভূত করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে 74তম সংবিধান সংশোধনীতে 243ZD ধারার মাধ্যমে 'জেলা পরিকল্পনা কমিটি' (District Planning Committee) গঠনের কথা বলা হয়েছে (বসু, 2013)।

এই বিকেন্দ্রীকরণ ও স্বায়ত্তশাসনের হাত ধরেই এগিয়ে আসে গ্রামীণ উন্নয়নের ধারণা। আর এই গ্রামীণ উন্নয়নের ধারণার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত মহিলাদের উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন এবং তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতিদের উন্নয়ন। কারণ এই দুই অংশই গ্রামীণ এলাকায় বৃহত্তর অথচ শোষিত, বঞ্চিত, নিষ্পেষিত ও অবহেলিত। বিশেষত, মহিলারা যেহেতু সমাজে প্রায় অর্ধেক অংশ; তাই, তাদের উপেক্ষা করে সার্বিক উন্নয়নের ধারণাও অসম্পূর্ণই থেকে যায়। এগুলির পাশাপাশি অন্যান্য গ্রামীণ আর্থসামাজিক উন্নয়নে, বিশেষ করে ভিন্ন পারিপার্শ্বিক ও অভ্যন্তরীণ পরিবেশের সাপেক্ষে গ্রামীণ উন্নয়নে পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানগুলি কতটা সাফল্যসূচক ভূমিকা পালন করে চলেছে; উপরন্তু, তার ত্রুটিই বা কোথায়, তা অনুসন্ধানের জন্যই প্রয়োজন পঞ্চায়েতগুলির মধ্যে তুলনামূলক পর্যালোচনা।

VII. বৈদ্যনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েত

পশ্চিমবঙ্গের সর্বশেষতম জেলা পশ্চিম বর্ধমানের অন্তর্গত দুর্গাপুর মহকুমার মধ্যে অবস্থিত বৈদ্যনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েত। এটি পাণ্ডবেশ্বর ব্লকের অন্তর্ভুক্ত। এর আয়তন হলো 2.42 বর্গ কিলোমিটার এবং এটি একটি শিল্প প্রধান এলাকা এবং এটি আসানসোল-রানীগঞ্জ কয়লা খনি এলাকার অন্তর্ভুক্ত। 2011 সালের আদমশুমারি অনুযায়ী, এই পঞ্চায়েতের মোট জনসংখ্যা হল 15,704 জন। এর মধ্যে পুরুষ রয়েছেন 8,132 (52%) জন এবং মহিলা 7,572 (48%) জন। তপশিলি জাতি রয়েছেন 28.18% এবং তপশিলি উপজাতি রয়েছেন 0.89% (*Baidyanathpur Census Town City Population Census 2011-2026 | West Bengal*, 2026; *Ukhra Census Town City Population Census 2011-2026 | West Bengal*, 2026)।

বৈদ্যনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েতটি বর্তমানে শাসক দল 'তৃণমূল কংগ্রেস'-এর অধীন এবং এটি পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত; যেটিও একই দলেরই আওতাধীন। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই উন্নয়নের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা বা পক্ষপাতিত্বের যে অভিযোগ উঠে আসে, তার কোন অবকাশ এখানে নেই। বেশিরভাগ সময়েই এখানে রাজ্যের ক্ষমতাসীন দলের অবস্থান, বিভিন্ন সময়ে উপযুক্ত নেতৃত্ব স্থানীয় রাজনীতিক নেতৃবর্গের উপস্থিতি, সর্বোপরি জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক যূথবদ্ধতা, এখানে উন্নয়নের পথে অনুঘটকের কাজ করেছে বলে অনেকে মনে করেন।

বৈদ্যনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে মোট 21টি সংসদ রয়েছে। এই গ্রাম পঞ্চায়েত অনেক উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে চলেছে। 2016-17 অর্থবর্ষে এখানে 'প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা' (বাংলার আবাস যোজনা)-র অধীনে 104 টি গৃহ নির্মাণ, 'স্বচ্ছ ভারত মিশন'-এর অধীনে 320 টি শৌচাগার, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, শিশু শিক্ষা কেন্দ্র প্রভৃতি গড়ে তোলা হয়েছে। এছাড়াও ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ অর্থ কমিশন এবং তৃতীয় রাজ্য অর্থ কমিশন ও "মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা আইন" (MGNREGA)-এর অধীনে বিভিন্ন গ্রামোন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন হয়েছে (বৈদ্যনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে সংগৃহীত তথ্য, 2016-17)।

তবে ক্ষেত্রসমীক্ষা করতে গিয়ে দেখা যায়, এখানে একটি নতুন পরিস্থিতির সূচনা হয়েছে। বেকারত্ব ও রুজি রোজগারের অভাবের দরুণ এখানকার বেশ কিছু মানুষ বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজকর্মে, বিশেষত, কয়লার চোরা কারবারের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে এবং এই কাজের সঙ্গে মহিলা ও শিশুরাও সহযোগী হচ্ছে। এই পঞ্চায়েতটি পশ্চিম বর্ধমান ও বীরভূম জেলার সীমান্তবর্তী হওয়ায় বীরভূমে এই কয়লার বিশেষ চাহিদার কারণে যুবসমাজ এই কাজের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে এবং এর অন্যতম প্রধান কারণ হল প্রশাসনিক-নিষ্ক্রিয়তা। ফলে তারা স্বাভাবিক উন্নত জীবনযাত্রা প্রণালী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে এবং শিক্ষার গুরুত্বকে উপলব্ধি করতে পারছে না।

VIII. উখরা গ্রাম পঞ্চায়েত

উখরা গ্রাম পঞ্চায়েত পশ্চিম বর্ধমান জেলার দুর্গাপুর মহকুমার অন্ডাল ব্লকের অন্তর্গত। এর আয়তন হলো 7.33 বর্গ কিলোমিটার। এটিও একটি শিল্প প্রধান এলাকা এবং আসানসোল রাণীগঞ্জ কয়লা খনি অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। 2011 সালের আদমশুমারি অনুযায়ী, এই পঞ্চায়েতের মোট জনসংখ্যা হল 24,104 জন। এর মধ্যে পুরুষ রয়েছেন 12,500 জন এবং মহিলা রয়েছেন 11,604 জন। তপশিলি জাতি রয়েছেন 24.46% এবং তপশিলি উপজাতি রয়েছেন 1.36% (*Ukhra Census Town City Population Census 2011-2026 | West Bengal*, 2026)।

প্রসঙ্গক্রমে বলা প্রয়োজন, উখরা গ্রাম পঞ্চায়েতটি বর্তমানে রাজ্যের ক্ষমতাসীন দলের অধীন। 2013 সালে পূর্বে দশ বছর পঞ্চায়েতটি সিপিআইএমের অধীনে ছিল। তার পূর্বে এটি দীর্ঘসময় 'জাতীয় কংগ্রেস দল'-এর অধীনে ছিল। বেশিরভাগ সময় এটি রাজ্যের শাসকদল বিরোধী পঞ্চায়েত হিসাবেই পরিচিতি লাভ করেছে। ফলে, রাজনৈতিক রাজনৈতিক সমন্বয়ের অভাব ও রাজনৈতিক প্রতিহিংসাপরায়ণতা উখরা অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে অনেক সময় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে অনেকে অভিমত ব্যক্ত করেন।

এই গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে মোট 22টি সংসদ রয়েছে। তবে এ কথা নির্দ্বিধায় স্বীকার করা যায় যে, উখরা গ্রাম পঞ্চায়েতও অনেক উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে চলেছে। যেমন, 2016-17 অর্থবর্ষে এখানে 'প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা' (বাংলার আবাস যোজনা)-র অধীনে 84 টি গৃহ নির্মাণ, 'স্বচ্ছ ভারত মিশন'-এর অধীনে 150 টিরও বেশি শৌচাগার নির্মিত হয়েছে। এছাড়াও, ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ অর্থ কমিশন ও তৃতীয় রাজ্য অর্থ কমিশন ও "মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা আইন" (MGNREGA)-এর অধীনে বিভিন্ন গ্রামোন্নয়নমূলক কর্মসূচি সম্পাদিত হয়েছে। 2016-17 সালে MGNREGA-র অধীনে 389টি পরিবার কাজের সুযোগ পেয়েছে (উখরা গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে সংগৃহীত তথ্য, 2016-17)। তবে সকল গ্রামবাসীর বাড়িতে শৌচাগার নির্মাণ করা সম্ভব হয়েছে কিনা এ বিষয়ে পঞ্চায়েতে প্রশ্ন করা হলে পঞ্চায়েতের তরফে জানানো হয় যে, এটি Eastern Coalfields Limited (ECL) অঞ্চল হওয়ায় অনেকে ECL জায়গায় বসবাস করেন ফলে সেখানে শৌচাগার নির্মাণের ক্ষেত্রে বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহের পর উন্নয়নের সুফল গ্রামবাসীরা কতটা ভোগ করেছেন, তা জানার জন্য ক্ষেত্রসমীক্ষা শুরু করা হয়। উখরা গ্রাম পঞ্চায়েতের 20 নম্বর সংসদের অন্তর্গত শুকোপাড়া, সেখানে 'শুকোপুকুর' নামে একটি পুকুর রয়েছে, যেটি দীর্ঘদিন ধরে কচুরিপানায় পূর্ণ এবং ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে ছিল; অথচ গ্রীষ্মকালে এটিই সেই পাড়ার মানুষদের একমাত্র ভরসা। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, একসময় সেই পুকুরের চারিদিকে ঘিরে গড়ে তোলা হয়েছিল আমবাগান, যদিও পরিচর্যার অভাবে গাছগুলি প্রায় সবই শুকিয়ে মরে গেছে। এই এলাকার বাসিন্দাদের দাবি তাদের কাছে আমবাগানে চেয়ে পুকুর সংস্কার অনেক বেশি জরুরি ছিল। যদিও, বর্তমানে বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের দাবি মেনে এই পুকুর সংস্কার করা হয়েছে। এই সংসদেরই অন্তর্গত বাউরি পাড়ায় গিয়ে জানা যায়, সেখানে অনেকে শৌচাগারের জন্য পঞ্চায়েতের কাছে বারবার আবেদন করা সত্ত্বেও তাঁরা কোনো সুরাহা পাননি। তাদের দাবি 'গ্রামসভা' অনুষ্ঠিত হলেও তাদের এ সম্পর্কে কোনোভাবেই অবহিত করা হয় না। MGNREGA-এর কাজের ক্ষেত্রেও তাদের নানা অভিযোগ রয়েছে।

19 নম্বর সংসদের অন্তর্গত দাস-পাড়া; সেখানে গিয়ে জানা যায়, ওই এলাকায় অনেকের বাড়িতে শৌচাগার থাকলেও অনেকেই মাঠে-ঘাটে শৌচকর্ম করেন। এক্ষেত্রে অনেকেই তাঁদের সচেতনতার অভাবে এই বদভ্যাস ত্যাগ করতে পারেননি। আবার অনেকেই জলের অভাবে মাঠে যেতে বাধ্য হন বলে দাবি করেন।

উখরা পঞ্চায়েতের বিভিন্ন সংসদের বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায় যে, জল সমস্যা তাদের দীর্ঘদিনের একটি সমস্যা এবং আজ পর্যন্ত কোন সরকার বা পঞ্চায়েত এই সমস্যার স্থায়ী সুরাহার ব্যবস্থা করেনি। বরং, রাজনৈতিক দলগুলি প্রতিটি নির্বাচনের পূর্বে একে নির্বাচন ইস্যু হিসেবে ব্যবহার করে। পাশাপাশি, অনেকে আবার এর পশ্চাতে নেতৃত্ব-স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবর্গের অনুপস্থিতি ও সর্বোপরি গ্রামবাসীর মধ্যে যূথবদ্ধতার অভাবকেই দায়ী করেছেন।

IX. উভয় গ্রাম পঞ্চায়েতের তুলনামূলক বিশ্লেষণ

বৈদ্যনাথপুর ও উখরা গ্রাম পঞ্চায়েতের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলে উভয়ের সম্পাদিত কার্যাবলীর মধ্যে বিশেষ তারতম্য লক্ষ্য করা যায় না। উভয় পঞ্চায়েতই বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করে চলেছে। কিন্তু উভয় পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে পরিকল্পনার অভাব ও জনসংযোগের অভাব পরিলক্ষিত হয়। উভয় পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, তারা বিভিন্ন পরিবেশ বান্ধব কর্মসূচি যেমন বৃক্ষরোপণ, উন্নত পয়ঃপ্রণালী প্রভৃতির ব্যবস্থা করছে। কিন্তু পরিকল্পনার অভাবে চারপাশের জমে থাকা আবর্জনা জলনিকাশি ব্যবস্থাকে বুজিয়ে দিয়ে একটি অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের সৃষ্টি করছে। পঞ্চায়েতগুলিতে 'গ্রামসভা' বা 'গ্রাম সংসদ' অনুষ্ঠিত হলেও সেখানে এলাকাবাসীর বা গ্রামবাসীর অংশগ্রহণ খুবই কম। প্রায় সমস্ত সিদ্ধান্তই পঞ্চায়েতের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দই নিয়ে থাকেন। গ্রামবাসীদের অনেকেরই অভিযোগ, পঞ্চায়েতগুলি কার্যত দলীয় কার্যালয়ে পরিণত হয়েছে। কেউ কোনো প্রয়োজনে পঞ্চায়েতের সহযোগিতা বা সহায়তা চাইতে গেলে প্রথমেই তাদেরকে রাজনৈতিক পরিচিতিকে চিহ্নিত করা হয় বলে অনেকে অভিযোগ করেছেন।

উভয় পঞ্চায়েতের নির্বাচিত সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, পঞ্চায়েতের কার্য পরিচালনা ক্ষেত্রে কতটা উপযোগী তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। পঞ্চায়েত সদস্যদের কাছে কেউ কোনো বিষয় সম্পর্কে জানতে চাইলে তারা পঞ্চায়েতের অরাজনৈতিক কর্মচারীদের কাছে পাঠিয়ে দেন। পঞ্চায়েত সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কে জানা যায় যে, পঞ্চায়েতের বেশ কিছু সদস্য রয়েছেন, যারা কার্যকরী সাক্ষর। অর্থাৎ, এরা কাজকর্ম পরিচালনার জন্য শুধুমাত্র নিজের নাম স্বাক্ষর করতে শিখেছেন। যদিও, এক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে বৈদ্যনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের চেয়ে উখরা গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যদের মধ্যে সাক্ষরতার হার বেশি।

আবার সংবিধান অনুসারে, গ্রাম পঞ্চায়েতের মহিলাদের জন্য প্রায় 33% আসন সংরক্ষণ এবং তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে সদস্যপদ সংরক্ষণকে (ভট্টাচার্য ও বসু, 2009) বাস্তবায়িত করা হলেও বাস্তবে মহিলারা সদস্যরা, পুরুষ সদস্যদের সহযোগী ভূমিকা পালন করে চলেছেন। তাঁরা নিজস্ব ক্ষমতা সম্পর্কে কতটা সচেতন এবং তিনি নিজে কতটা স্বাধীন ভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন, সে বিষয়ে প্রশ্নের অবকাশ থেকেই যায়। পঞ্চায়েত অফিসগুলিতে গেলেই তা অনুমেয়।

তবে, সাক্ষরতার ক্ষেত্রে বৈদ্যনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, উখরা গ্রাম পঞ্চায়েতের তুলনায় অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছে। বৈদ্যনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট সাক্ষরতার হার হল প্রায় 70.37% এবং পুরুষদের মধ্যে সাক্ষরতা প্রায় 78.13% ও মহিলাদের মধ্যে সাক্ষরতা প্রায় 61.98%, যেখানে উখরা গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট সাক্ষরতার হার 81.38% এবং পুরুষদের মধ্যে সাক্ষরতা প্রায় 87.81% ও মহিলাদের মধ্যে সাক্ষরতা প্রায় 74.44%। অর্থাৎ, উভয় ক্ষেত্রেই উখরা গ্রাম পঞ্চায়েত অনেক এগিয়ে রয়েছে। তা সত্ত্বেও, দেখা যাচ্ছে বৈদ্যনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধিবাসীরা উখরার তুলনায় অনেক বেশি প্রশাসনিক ও শিক্ষাগত সুযোগ-সুবিধা লাভ করে।

আসলে, এক্ষেত্রে দুই পঞ্চায়েতের মধ্যে রাজনৈতিক সংস্কৃতিগত ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। 2018 সালের ভোটার তালিকা অনুযায়ী বৈদ্যনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট ভোটারের হার 71.56% এবং উখরা গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট ভোটারের হার প্রায় 55%। স্বাভাবিকভাবেই লক্ষ্য করা যায় যে, বৈদ্যনাথপুর অঞ্চলের মানুষ রাজনৈতিক সংস্কৃতিগত দিক থেকে অনেকটাই 'অংশগ্রহণমূলক'। অন্যদিকে, উখরা অঞ্চলের মানুষ অনেকটাই 'নিষ্ক্রিয় রাজনৈতিক সংস্কৃতি'র (মহাপাত্র, 2005)। ফলে বৈদ্যনাথপুর অনেক ক্ষেত্রেই (বিশেষত সাক্ষরতার হার) উখরার থেকে পিছিয়ে থাকলেও সেখানে জনপরিষেবামূলক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন – থানা, ব্লক, কলেজ, স্টেডিয়াম প্রভৃতি গড়ে উঠেছে। অপরদিকে, উখরার জনসংখ্যা বৈদ্যনাথপুর-এর চেয়ে অনেক বেশি হওয়া সত্ত্বেও, এগুলির কোনটিই নেই। উপরন্তু, সেখানকার দীর্ঘদিনের জলসমস্যার আজও সম্পূর্ণ সুরাহা হয়নি।

X. মূল্যায়ন

বাস্তবে দেখা যায়, অনেক ক্ষেত্রেই পঞ্চায়েতগুলিকে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আজ্ঞাবহ রূপে ভূমিকা পালন করতে হয়। কারণ পঞ্চায়েতগুলোকে প্রাপ্ত অর্থের একটি বড় অংশের জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই পঞ্চায়েতগুলি নির্দিষ্ট খাতের বাইরে অর্থ ব্যয় করতে পারে না। কিন্তু, পাশাপাশি একথাও সত্য যে, অনেক সময় সার্বিক গ্রামীণ উন্নয়নের বিষয়ে পঞ্চায়েতগুলির অনীহা প্রকাশ পায়। তারা সরকার কর্তৃক বরাদ্দ অর্থ ব্যয়ের মধ্য দিয়েই তাদের যাবতীয় করণীয় সম্পন্ন হয়েছে বলে মনে করে থাকে। আবার অনেক সময় রাজনৈতিক স্বার্থে পঞ্চায়েতগুলি মূলসমস্যাগুলিকে এড়িয়ে যায়।

বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের তুলনামূলক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এগুলির ভৌগোলিক অবস্থান আর্থসামাজিক কাঠামো প্রভৃতির ওপর বিশেষ নজর দেওয়া জরুরী। কারণ এগুলির উপর ভিত্তি করেই বিভিন্ন স্থানীয় সমস্যার সূত্রপাত ঘটে এবং এইসব সমস্যাগুলিকে গ্রাম পঞ্চায়েতকে চিহ্নিত করতে হবে। তবেই তৃণমূল স্তরে পরিকল্পনার রূপায়ণের স্বপ্ন বাস্তবায়ন এবং প্রকৃত ও সার্বিক গ্রামীণ উন্নয়ন সম্ভবপর হয়ে উঠবে।

তবে, উখরা ও বৈদ্যনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের আলোচনার ক্ষেত্রে এ কথা স্মরণে রাখতে হবে যে, এই দুটি অঞ্চলই কয়লা-খনি সন্নিবিষ্ট। ফলে এখানকার জনগণের একটি বড় অংশই চাকুরীজীবী। তারা গ্রাম পঞ্চায়েতে কাজকর্ম ও 'গ্রাম সভা'য় অংশগ্রহণের বিষয়ে ততটা আগ্রহী নন। পাশাপাশি, এখানে বিভিন্ন গ্রামীণ কুটিরশিল্প ও হস্তশিল্প নেই। কিন্তু স্মরণে রাখতে হবে, এদেরই পাশাপাশি একটি 'প্রান্তিক অংশ' রয়েছে, যারা এই পঞ্চায়েতের বিভিন্ন অংশে বসবাস করে এবং যারা দৈনিক রোজগারের ভিত্তিতে জীবিকা নির্বাহ করেন। এদের গ্রাম সভায় যোগদানের সুযোগ দেওয়া অত্যন্ত জরুরী এবং এদের অংশগ্রহণ ছাড়া গ্রামের সার্বিক উন্নয়ন কখনোই সম্ভবপর হবে না। কারণ, এদের একটি বৃহত্তর অংশই হল তপশিলি জাতি ও উপজাতি শ্রেণীভুক্ত এবং তাদের মধ্যে সচেতনতার বড় অভাব লক্ষ্যণীয়।

তবে, সমস্ত ত্রুটিবিচ্যুতির দায়-দায়িত্ব শুধুমাত্র গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির উপর চাপিয়ে দিলেই চলবে না। অর্থাৎ, সার্বিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে হলে গ্রাম পঞ্চায়েত ও গ্রামবাসী উভয়কেই পরিপূরক ও সহযোগিতামূলক ভূমিকা পালন করতে হবে। একদিকে যেমন গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি অসচেতন জনগণকে সচেতন করে তোলার প্রয়াস চালিয়ে যাবে; অপরদিকে, গ্রামের সচেতন গ্রামবাসীগণ তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে গ্রামের সার্বিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার চেষ্টা করবে। তা না হলে, বাস্তবে যা দেখা যাচ্ছে, তা অনেকটাই 'গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতা'র (চক্রবর্তী, 2021) অনুরূপ।

XI. সুপারিশসমূহ

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্যাবলীর মধ্যে দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করতে হলে কতগুলি উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে -

১) পঞ্চায়েত প্রধান ও উপপ্রধান অরাজনৈতিকভাবে কোন দলীয় প্রতীক ছাড়াই গ্রামবাসী কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হবেন। ফলে, তাদের পক্ষে দলনিরপেক্ষ ও স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজতর হবে।

২) পঞ্চায়েতে নির্বাচিত সদস্যদের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতার মানদণ্ড নির্দিষ্ট করে দেওয়া প্রয়োজন।

৩) প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতের ভৌগোলিক অবস্থান ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশের উপর ভিত্তি করে যেসব স্থানীয় সমস্যার সৃষ্টি হয়, সেগুলির সুষ্ঠু সমাধানকল্পে পঞ্চায়েতগুলিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

৪) সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার ভিত্তিতে পঞ্চায়েতগুলিকে কর্মসূচি গ্রহণ ও সম্পাদন করতে হবে।

৫) উন্নয়নকে রাজনৈতিক দৃষ্টিতে না দেখে সামাজিক দিক থেকে দেখতে হবে, যাতে জনগণ পঞ্চায়েতের উপর তাদের অনাস্থা প্রকাশ না করে।

৬) বেকারত্ব দূর করতে বিভিন্ন কর্মসংস্থানের বিষয়ে জনগণকে তথা যুবসমাজকে অবহিত করতে পঞ্চায়েতগুলোকে ব্যাপক প্রচারকার্য চালাতে হবে। পাশাপাশি, গ্রামসভা'র নিয়মিত দিনক্ষণের বিষয়েও সকলকে অবহিত করতে হবে। বিশেষভাবে, পিছিয়ে পড়া অঞ্চলগুলিতে এইসব প্রচারকার্য অত্যন্ত জরুরী।

তবে, বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের গ্রামীণ কুটিরশিল্প ও হস্তশিল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক পরিবেশে উন্নতি ঘটছে। বিভিন্ন মহিলা 'স্বনির্ভর গোষ্ঠী' গড়ে উঠেছে, যার মাধ্যমে গ্রামের মহিলারা অনেকটাই আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে উঠছেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তারা আগের চেয়ে অনেক বেশি স্বাধীনতা ভোগ করছেন। উভয় গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে পুরুষদের পাশাপাশি মহিলাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা গ্রামীণ উন্নয়নের ধারাকে আরও বেশি ত্বরান্বিত করবে।

তথ্যসূত্র

1. মুখার্জী, ভারতী, প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তা, কলকাতাঃ শ্রীভূমি পাবলিশিং হাউস, 2015
2. Fadia, B. L., & Fadia Kuldeep, Indian Administration, Agra: Sahitya Bhawan Publications, 2010
3. চক্রবর্তী, দেবাশিস, গণ-প্রশাসনঃ পরিচালন ব্যবস্থা ও পরিকল্পনা, কলকাতাঃ সেন্ট্রাল, 2021
4. বসু, রাজশ্রী, জনপ্রশাসন, কলকাতাঃ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, 2013
5. ভট্টাচার্য, মোহিত, ও বসু, অসিত, ভারতীয় প্রশাসন, কলকাতাঃ দি ওয়ার্ল্ড প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, 2009
6. মহাপাত্র, অনাদি কুমার, রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ব, কলকাতাঃ সুহৃদ পাবলিকেশন, 2005

7. বৈদ্যনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে সংগৃহীত তথ্য (2016-17)
8. উখরা গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে সংগৃহীত তথ্য (2016-17)
9. *Ukhra Census Town City Population Census 2011-2026 | West Bengal.* (2026). Share.google. https://share.google/hqgdV6qrPJGbrgA6s
10. *Baidyanathpur Census Town City Population Census 2011-2026 | West Bengal.* (2026). Share.google. https://share.google/WHfK1frKOcbeV9QIT